শিবরাম আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা

প্রাথমিক শিক্ষায় কার্যকর পদ্ধতি
দলীয় শিখন

প্রকৃতিতে প্রাণীদেরকে দল বেঁধে চলাফেরা করতে দেখি। প্রায়ই দেখি কয়েকটি হাঁস, কয়েকটি চড়ুই বা একদল পিঁপড়া কিংবা একদল হরিণ এক সঙ্গে ঘুরছে। মানুষও প্রকৃতিরই অংশ। বিশেষ করে ছেলেমেয়েরা প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে বসতি করতে চায়। তারা চায় পাখিদের মতো উড়তে কিংবা হরিণের মতো থাকতে কিংবা মাছের মতো ভাসতে।

অনুরূপভাবে বিদ্যালয়ের শিশুরাও একে অন্যের সঙ্গে দল বা জুটি বাঁধতে চায়। কারণে অকারণেই হয়ে যায় শিশুদের মধ্যে নানা গ্রুপ বা দল। শ্রেণিকক্ষের শিখন কাজেও শিক্ষার্থীদের মাঝে দলীয় মনোভাব দেখা দেয়। অঘোষিতভাবেই তারা কখনো কখনো দলীয় প্রতিযোগিতায়ও অবতীর্ণ হয়।

শিশুদের এ দলভিত্তিক মানসিকতাকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করার জন্যই দলীয় শিক্ষা পদ্ধতির উৎপত্তি হয়। ইউরোপসহ উন্নত বিশ্বের প্রতিটি দেশেই প্রাথমিক শিক্ষা এমন কি উচ্চশিক্ষার ক্লাসগুলোতেও দলীয় শিখন পদ্ধতির ব্যবহার হয়। আমাদের দেশেও মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে যেমন- শিবরাম আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, লতিফপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জিগাতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ নানা বিদ্যালয় দলীয় শিখন পদ্ধতিতেই পরিচালিত হয় বলে ধরে নেওয়া যায়।

দলীয় শিখন পদ্ধতিও আবার নানা রকমের হতে পারে। নানাভাবে দল ভাগ করা যেতে পারে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ নিউজলেটার 'প্রয়াস' দ্বিতীয় সংখ্যায় দলীয় শিখন বিষয়ে নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তবে দলীয় শিখনের আরো নানা ধরন রয়েছে। যেমন: জোড়াদল বা জুটিতে শিখন এ ধরনের একটি দলীয় পদ্ধতি। এ পদ্ধতিকে ইংরেজিতে বলে Think-Pair-Share পদ্ধতি। দুই জন শিক্ষার্থী যখন কোনো সমস্যা সমাধানে বা কোনো কিছু শেখার জন্য একত্রে কাজ করে তখন তাকে বলা হয় জোড়া দলে শিখন। অবশ্য শিখন কার্যে জোড়া দল পদ্ধতি ব্যবহার করতে ৩টি ধাপ অনুসরণ করতে হয়। এ ধাপ তিনটি হলো: ১. নিজে নিজে চিন্তা করা, ২. জোড়া দলে আলোচনা করা, ৩. বড় দলে উপস্থাপন করা। যেমন- শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা হলো, পরিবেশের মধ্যে আমরা কী কী উপাদান দেখতে পাই? এজন্য প্রথমে শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে চিন্তা করবে। তারপর পাশাপাশি দুই জনে মিলে উত্তরগুলো মিলিয়ে নিবে এবং সব শেষে দুই জনের উত্তর একত্রিতভাবে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

কখনো কখনো দেখা যায়, কোনো কোনো শিক্ষার্থী কোনো একটি বিষয়ে পিছিয়ে পড়েছে। এই পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সবল শিক্ষার্থীদের নিয়ে জোড়া দল গঠন করা যেতে পারে। তারপর সবল শিক্ষার্থীর মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে শেখানো যেতে পারে। যেমন- দুই জনে মিলে গণিত অনুশীলন করা, শব্দের অর্থ শেখা, ছবি আঁকা ইত্যাদি। এ পদ্ধতিতে সবল শিক্ষার্থীকে পিয়ার এডুকেটরও বলা হয়।

জোড়া দলে শিখন পদ্ধতির মূল দর্শনই হলো একের পক্ষে কোনো কাজ করা সম্ভব না হলে তা দুই জনে মিলে করা। এ পদ্ধতিতে শিখন কার্যক্রমে একজন শিক্ষার্থী শিক্ষকের প্রতিনিধি হিসেবে আর একজনকে কোনো কিছু শেখাতে পারে। তবে সবসময় যদি একজন আর একজনকে শেখানোর কাজে ব্যস্ত থাকে তাহলে সে নিজে শিখবে কীভাবে? এজন্যই এ পদ্ধতিটি মাঝে-মধ্যে ব্যবহার করতে হয়। প্রতিদিনের দুয়েকটি ক্লাসে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। শ্রেণিকক্ষ বহির্ভূত কার্যক্রম, যেমন- খেলাধুলা, গান-বাজনা, বা পরিবেশ শিক্ষাক্ষেত্রেও জোড়া দল পদ্ধতি খুব কার্যকরী।

শিক্ষা কার্যক্রমে দলীয় শিখনকে আবার নানা নিয়ম বা পদ্ধতিতে ভাগ করা যায়। যেমন- গোল হয়ে দাঁড়ানো পদ্ধতি, তিন ধাপ পদ্ধতি, পিরামিড পদ্ধতি, ঝিগসো পদ্ধতি, ফিস বল পদ্ধতি ইত্যাদি। প্রয়াসের পরবর্তী সংখ্যায় এসব পদ্ধতি নিয়েও আলোচনা হতে পারে।

তপন কুমার দাশ

শিবরাম আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রদর্শনী

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সদস্যদের শিক্ষা কর্মসূচি পরিদর্শন

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রত্যাশা প্রকল্পের আওতায় ২৪-২৬ জুন ২০১৪ তারিখে তিন দিনব্যাপী কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের শিক্ষা কর্মসূচি পরিদর্শনের আয়োজন করা হয়। এ পরিদর্শন কার্যক্রমে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র-মেহেরপুর কর্তৃক সংগঠিত আমদহ ও আমঝুপি ইউনিয়ন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের দুই জন নারীসহ পনেরো জন সদস্য এবং এনডিপি-সিরাজগঞ্জ কর্তৃক সংগঠিত ধানগড়া ও ভদ্রঘাট কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের চার জন নারীসহ পনেরো জন সদস্য গাইবান্ধার শিবরাম আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কার্যক্রম আয়োজনের উদ্দেশ্য কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগ দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধ ও শিক্ষার মান উন্নয়ন করা।

পরিদর্শন কার্যক্রমের প্রথম দিনে অংশগ্রহণকারীগণ পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। দ্বিতীয় দিনে অংশগ্রহণকারীগণ শিবরাম আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তারা এ বিদ্যালয়ের পাঠদান পদ্ধতি, দলীয় কাজ, ক্লাসরুম সজ্জিতকরণ, সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম, কাব কার্যক্রমসহ সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন। তারা বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কর্ণার, ইতিহাস-ঐতিহ্যের কক্ষ, উপকরণ কক্ষ, ভৌগোলিক কর্ণার ইত্যাদিও পরিদর্শন করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এসেম্বলিতে শারীরিক কসরতের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। এছাড়াও এ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ের অর্জনসমূহ তুলে ধরা হয়।

পরিদর্শনের সমাপনী পর্বে অংশগ্রহণকারীগণ নিজ নিজ এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। আগামী এক বছরে যেসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গৃহীত হয় তা হলো ওয়াচ গ্রুপ, শিক্ষক, এসএমসি সদস্যদের সাথে পরিদর্শন কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা বিনিময় করা; পাঠ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা উপকরণ দ্বারা ক্লাসরুম সজ্জিত করা; বিদ্যালয়ে ফুলের বাগান, দেয়ালে নীতিবাক্য ও বিভিন্ন মনিষীদের ছবি দ্বারা সজ্জিত করা; শ্রেণিকক্ষের নামকরণ করা; সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম নিয়মিতকরণ; শ্রেণিকক্ষে দলীয় কাজ নিশ্চিত করা; সুন্দর হাতের লেখা চর্চা করানো ও দেয়ালিকা প্রকাশ করা; আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি চালু করা; শ্রেণিকক্ষে পাঠ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার নিশ্চিত করা; আসন বিন্যাস পরিবর্তন করা; শিখনফল অনুযায়ী পাঠদান; নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইত্যাদি। ওয়াচ গ্রুপের সমন্বয় সভায় এই কর্ম-পরিকল্পনা অনুসারে বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং এ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন বিষয়ক ফলোআপ ওরিয়েন্টেশন

১৭ ও ২১ জুলাই ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর উদ্যোগে অভিযান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে "প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন বিষয়ক ফলোআপ ওরিয়েন্টেশন"-এর দুইটি কোর্স আয়োজিত হয়েছে। উপর্যুক্ত দুটি ওরিয়েন্টেশন কোর্স উদ্বোধন করেন গণসাক্ষরতা অভিযান-এর উপপরিচালক তপন কুমার দাশ। উদ্বোধনী বক্তব্যে ফলোআপ ওরিয়েন্টেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, এই ওরিয়েন্টেশনের পূর্বে চার দিনব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন বিষয়ক বেসিক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বেসিক ওরিয়েন্টেশনে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা করা হয়েছিল। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজগুলো কতটুকু সম্পন্ন করতে পেরেছি ও ভবিষ্যতে আরো কী ধরনের কাজ করা যেতে পারে তা খতিয়ে দেখাই ফলোআপ ওরিয়েন্টেশনের মূল উদ্দেশ্য।

উক্ত ওরিয়েন্টেশন কোর্সসমূহে গণসাক্ষরতা অভিযানের সদস্য ও সহযোগী সংগঠনের প্রতিনিধি, কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ইউনিয়ন শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যসহ মোট ৪৮ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ওরিয়েন্টেশনে সুশাসনের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য, কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম, শিক্ষক-এসএমসি-পিটিএ-এর ভূমিকা, আদর্শ স্কুলের বৈশিষ্ট্য, সুশাসন নিশ্চিতকরণে করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন বিষয়ক ফলোআপ ওরিয়েন্টেশন-এর অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

অংশগ্রহণকারীগণ নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এই কর্মপরিকল্পনায় বিদ্যালয়ের এসএমসিকে সক্রিয় করা, নিয়মিত অভিভাবক সভা করা, সঠিক নিয়মে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা, বিদ্যালয়ে আনন্দময় শিখন পরিবেশ তৈরি করা, কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া, প্রতিবন্ধী শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও খেলাধুলার আয়োজন এবং সকল শিক্ষার্থীর সম-অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, বিভিন্ন দিবস পালনে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং অংশগ্রহণকারীগণ সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেন। কোর্স পরিচালনায় সহায়ক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন ফ্রিল্যান্স কনসালটেন্ট রাম চন্দ্র দাস।

তাজমুন নাহার

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ হলো ইউনিয়নভিত্তিক একটি সুসংগঠিত দল, যারা ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় স্বপ্রণোদিত হয়ে দায়িত্ব পালন করেন। এ দল গঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং এ কাজে দায়িত্বরত ব্যক্তিদের দায়বদ্ধতার পরিবেশ তৈরি ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে স্থানীয় জনগণের কার্যকর ভূমিকা রাখা। ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে প্রতিনিধি, ইউপি স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য, শিক্ষক, এসএমসি ও পিটিএ'র সদস্য, ধর্মীয় নেতাসহ স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গকে অন্তর্ভুক্ত করে দল গঠিত হয়। গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক ডিএফআইডি-এর সহায়তায় প্রত্যাশা প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থা মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক), উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা (ইউএসএস), ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি), গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস), আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস), সোসিও-ইকোনমিক এন্ড রুরাল এডভান্সমেন্ট এসোসিয়েশন (সেরা), এসোসিয়েশন ফর সোসিও-ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (এসেড), আশ্রয় ফাউন্ডেশন-এর মাধ্যমে *কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম* দেশের ৮টি জেলায় ৩২টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

যেসব ইউনিয়নে এ কার্যক্রম চলছে :

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন
সিরাজগঞ্জ	কামারখন্দ	১. ভদ্রঘাট
		২. ঝাঐল
	রায়গঞ্জ	৩. ধানগড়া
		৪. পাঙ্গাসী
ভোলা	লালমোহন	১. ধলিগৌরনগর
	তজুমদ্দিন	২. চাঁচড়া
	ভোলা সদর	৩. চরসামাইয়া
		৪. ভেদুরিয়া
মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর	১. আমঝুপি
		২. আমদহ
	মুজিবনগর	৩. দারিয়াপুর
		৪. মোনাখালী
নেত্রকোণা	দুর্গাপুর	১. বিরিশিরি
		২. দুর্গাপুর
	পূর্বধলা	৩. আগিয়া
		৪. হোগলা
জামালপুর	মাদারগঞ্জ	১. সিমুলী
		২. জোড়খালী
	মেলান্দহ	৩. ঘোষেরপাড়া
		৪. ফুলকোচা
হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ সদর	১. তেঘরিয়া
		২. গোপায়া
		৩. লস্করপুর
		৪. নিজামপুর
গাইবান্ধা	সাঘাটা	১. মুক্তিনগর
		২. সাঘাটা
	ফুলছড়ি	৩. ফুলছড়ি
		৪. গজারিয়া
খুলনা	ডুমুরিয়া	১. সাহস
		২. শরাফপুর
	বটিয়াঘাটা	৩. বালিয়াডাঙ্গা
		৪. আমিরপুর

আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের আগামী এক বছরের পরিকল্পনা গৃহীত

২৮ মে ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক-এর সহায়তায় মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর বার্ষিক পরিকল্পনা বিষয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কমিটির সভাপতি অধ্যাপক সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে আয়োজিত এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ সাইফুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি ছিলেন সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ ফিরোজুল ইসলাম, স্বাগত বক্তব্য রাখেন মউক-এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম । আরো বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব আঃ হান্নান মাস্টার, মোঃ ফিরোজ আহম্মেদ, আঃ রকিব, অশ্রু খাতুন প্রমুখ। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কমিটি আগামী এক বছরে বিদ্যালয় পর্যায়ে ঝরে পড়া রোধ, শতভাগ ভর্তি ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে যে সব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে এ সভায় সে পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন অতিথিবৃন্দ

স্কুলভিত্তিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্যাম্পেইন

১২ জুন ২০১৪ তারিখে মেহেরপুরের আমঝুপি ইউনিয়নে স্কুলভিত্তিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। গণসাক্ষরতা অভিযান ও মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক-এর সহায়তায় আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এ অনুষ্ঠান আয়োজন করে। এতে আমঝুপি ইউনিয়নের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঁচ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী ১০টি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ছিল সংগীত প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি, মোরগ লড়াই, লুডু, চামচ দৌড় ইত্যাদি। এ উপলক্ষে আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি অধ্যাপক মোঃ সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ আমজাদ হোসেন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আমঝুপি সরকারি প্রাথমিক বালক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ জাহিদুল ইসলাম। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এসএমসি ও পিটিএ সদস্য, ওয়াচ গ্রুপ সদস্য, সাংবাদিক, অভিভাবকসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। মানবাধিকার কর্মী সাদ আহাম্মদ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

সাদ আহাম্মদ

আগিয়া ইউনিয়ন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ

১১ জুন ২০১৪ তারিখে নেত্রকোণা জেলার পূর্বধলা উপজেলাধীন আগিয়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ আজিজুর রহমান তালুকদারের সভাপতিত্বে আয়োজিত এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন পূর্বধলা উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান হোসনে আরা বেগম লুৎফা। বিশেষ অতিথি ছিলেন আগিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সানোয়ার হোসেন চৌধুরী এবং মূল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেরা-এর নির্বাহী পরিচালক এস. এম. মজিবুর রহমান। শিক্ষক, এসএমসি সদস্য, ইউপি মেম্বার, ধর্মীয় নেতা, অভিভাবক, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি, মানবাধিকার ও এনজিও কর্মীসহ দুই শতাধিক লোক এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় ওয়াচ গ্রুপের এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও আগামী এক বছরের কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন কালডোয়ার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও ওয়াচ গ্রুপের সদস্য জাকির হোসেন খান কামাল। এ সভার ফলে কর্ম এলাকায় সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এবং তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ওয়াচ গ্রুপের সহ-সভাপতি শাহনাজ পারভীন।

আগিয়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের পরিকল্পনা সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি

বেজলাইন সার্ভে বিষয়ক সুপারভাইজার ও স্বেচ্ছাসেবকদের তিন দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন

'সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা' নিশ্চিতকরণে প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে নেত্রকোণা জেলার দুর্গাপুর উপজেলার বিরিশিরি ইউনিয়নে কাজ করে যাচ্ছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'সেরা'। এ লক্ষ্যে সেরা কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যকর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ইউনিয়নের শিক্ষাসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য বেজলাইন সার্ভে করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ৫-৭ জুন ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও সেরা-এর যৌথ আয়োজনে বিরিশিরি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকায় বেজলাইন সার্ভে বিষয়ক সুপারভাইজার ও স্বেচ্ছাসেবকদের তিন দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ওরিয়েন্টেশনে সভাপতিত্ব করেন বিরিশিরি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি ও বিরিশিরি ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ রফিকুল ইসলাম রুহু। এতে খানাজরিপ কার্যক্রমের স্বেচ্ছাসেবক ও সুপারভাইজারসহ মোট ৩৩ জন অংশগ্রহণ করেন। ওরিয়েন্টেশন শেষে জরিপের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণ করা হয়।

এস. এম. মজিবুর রহমান

শিক্ষা বিষয়ক গণশুনানি শেষে পরিবেশিত শিক্ষামূলক নাটকের একটি দৃশ্য

চাঁচড়া ইউনিয়নে শিক্ষা বিষয়ক গণশুনানি : এসএমসি'কে সক্রিয়করণের প্রতি জোর তাগিদ

২৩ জুন ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে ভোলার তজুমদ্দিন উপজেলার চাঁচড়া ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষা বিষয়ক গণশুনানি ও শিক্ষামূলক নাটক। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তজুমদ্দিন উপজেলা চেয়ারম্যান ওহিদুল্লাহ জসিম। ওয়াচ কমিটির সভাপতি শামছুল হক মাস্টারের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন পোদ্দার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার রফিকুল ইসলাম। গণশুনানিতে ওয়াচ কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, ঝরে পড়া রোধে এলাকাভিত্তিক মা সমাবেশের মাধ্যমে অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয়দের পক্ষ থেকে অতি দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী করতে ভিজিডি ও ভিজিএফ-এর আওতায় আনার জন্য জনপ্রতিনিধিদের প্রতি অনুরোধ জানানো হয় এবং এসএমসিকে নিয়মিত লেখাপড়ার খোঁজখবর নেওয়ার জোর তাগিদ দেওয়া হয়। আলোচনা শেষে শিক্ষা বিষয়ক নাটক পরিবেশন করে বাংলাবাজার সোচ্চার নাট্যগোষ্ঠী। স্থানীয় জনমানুষকে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে নাটকে লেখাপড়া করার সুফল ও না করার ক্ষতিকর দিক তুলে ধরা হয় এবং শিশুদের কাজ থেকে ফিরিয়ে এনে লেখাপড়ায় নিয়োজিত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ভেদুরিয়া ইউনিয়নের মা সমাবেশে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত স্কুলে পাঠানোর অঙ্গীকার

২২ মে ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার যৌথ আয়োজনে ভোলা সদর উপজেলার ভেদুরিয়া ইউনিয়নের মধ্য চর রমেশ গ্রামে মা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ভেদুরিয়া ইউনিয়ন এডুকেশন ওয়াচ কমিটির সভাপতি অলিউল্লাহ মাস্টার-এর সভাপতিত্বে মা সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ওয়াচ কমিটির সদস্য চাঁদ সুলতানা, ইসলামিয়া কিন্ডারগার্টেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ হানিফ ও মায়েদের পক্ষ থেকে ইসমত আরা। সমাবেশে ৪৫ জন মা উপস্থিত ছিলেন। সভায় মায়েদের পক্ষ থেকে ছেলেমেয়েদের নিয়মিত স্কুলে পাঠানোর অঙ্গীকার করা হয়। তবে সমস্যা হলো সকালে তারা নিজেরাই কাজে চলে যান, সেক্ষেত্রে ছেলেমেয়েরা ঠিকমতো স্কুলে গেল কিনা সে খবর রাখার সুযোগ থাকে না। মায়েরা অনুরোধ জানান, রাস্তার মোড়গুলো থেকে বখাটেদের তাড়াতে হবে, যাতে মেয়েরা নির্বিঘ্নে স্কুলে যেতে পারে।

হারুন উর রশীদ

সিরাজগঞ্জে ঝাঐল ও পাঙ্গাসী ইউনিয়নে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ ও রায়গঞ্জ উপজেলার ঝাঐল ইউনিয়নের ২০টি ও পাঙ্গাসী ইউনিয়নের ১৮টি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে দুই দিনব্যাপী ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পাঙ্গাসী ইউনিয়নের প্রায় ৬০০ জন এবং ঝাঐল ইউনিয়নের প্রায় ৫৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। ঝাঐল ইউনিয়নের এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কামারখন্দ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা ইসরাত ফারজানা, বিশেষ অতিথি ছিলেন কামারখন্দ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ আনিছুর রহমান, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আকলিমা চৌধুরী। পাঙ্গাসী ইউনিয়নের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রায়গঞ্জ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ফিরোজ শাহ, বিশেষ অতিথি ছিলেন পাঙ্গাসী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ আঃ ছালাম ও রায়গঞ্জ উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তা আপেল মাহমুদ। এছাড়াও ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, এসএমসি ও পিটিএ সদস্য, শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ইভেন্টের মধ্যে ছিল লুডু, কপালটোকা, ব্যাঙদৌড়, নৃত্য, গান, আবৃত্তি ইত্যাদি।

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ইসরাত ফারজানা

সিরাজগঞ্জে খানাজরিপে প্রাপ্ত ইউনিয়নভিত্তিক তথ্য বিলবোর্ডে প্রদর্শনের দাবি

২৬-২৭ জুন ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও এনডিপি'র উদ্যোগে সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার ঝাঐল ও ভদ্রঘাট এবং রায়গঞ্জ উপজেলার পাঙ্গাসী ও ধানগড়া ইউনিয়নে পরিচালিত খানাজরিপের প্রাপ্ত তথ্যের ওপর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সম্মানিত সভাপতিমণ্ডলী। ঝাঐল ইউনিয়নের সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ঝাঐল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল, বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা শিক্ষা অফিসের রিসোর্স কর্মকর্তা মাকসুদা পারভীন। ভদ্রঘাট ইউনিয়নে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের মনিটরিং কর্মকর্তা মোঃ মিজানুর রহমান। ধানগড়া ইউনিয়নের সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন রায়গঞ্জ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ফিরোজ শাহ, বিশেষ অতিথি ছিলেন ধানগড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ফিরোজ উদ্দিন খান। পাঙ্গাসী ইউনিয়নের সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা লক্ষণ কুমার দাশ, বিশেষ অতিথি ছিলেন পাঙ্গাসী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ আঃ ছালাম। সভায় খানাজরিপে প্রাপ্ত ইউনিয়নভিত্তিক তথ্য বিলবোর্ডে প্রদর্শনের দাবি জানানো হয়। এই জরিপটি প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে সকলে মত প্রকাশ করেন।

শিপন চন্দ্র নাগ

গাইবান্ধার মুক্তিনগর ইউনিয়নে বিদ্যালয়ভিত্তিক খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক ক্যাম্পেইন

১৮ জুন ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার উদ্যোগে গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার মুক্তিনগর ইউনিয়ন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের আয়োজনে বিদ্যালয়ভিত্তিক খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাঘাটা উপজেলার চেয়ারম্যান এ. এইচ. এম. গোলাম শহীদ রনজু। বিশেষ অতিথি ছিলেন মুক্তিনগর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো: আব্দুল মঈন প্রধান লাবু। অন্যান্যের মধ্যে কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, এসএমসি ও পিটিএ সদস্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে মুক্তিনগর ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে। সবশেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় কৃতী শিক্ষার্থীকে পুরস্কার দিচ্ছেন প্রধান অতিথি

গজারিয়া ইউনিয়নে কৃর্তী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা : আগামীতে আরো ভালো ফলাফলের প্রত্যাশা

২২ জুন ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার উদ্যোগে গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়ন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের আয়োজনে গজারিয়া ইউনিয়নে ২০১৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় কৃতী শিক্ষার্থীদেরকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফুলছড়ি উপজেলার চেয়ারম্যান মো: হাবিবুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গজারিয়া এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মো: সাজু মিয়া, কাতলামারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো: নুরুল হুদা, বাড়াইকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবু সাঈদ, গজারিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক মো: খায়রুল ইসলাম, ঝানঝাইর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবাশীষ কুমার সরকার। এছাড়াও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, এসএমসি ও পিটিএ সদস্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি হাবিবুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং সমাপনী পরীক্ষায় কৃতী শিক্ষার্থীরা আগামীতে আরো ভালো ফলাফল করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মোঃ আনছারুজ্জামান মোল্লা

খানাজরিপে প্রাপ্ত তথ্য ও ফলাফল শিক্ষার উন্নয়নে সহায়ক হবে বলে আশাবাদ

২৪ ও ২৫ জুন ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশন-এর যৌথ আয়োজনে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার শরাফপুর ও সাহস ইউনিয়নের এবং বটিয়াঘাটা উপজেলার আমিরপুর ও বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের খানাজরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যবর্গ, এসএমসি ও পিটিএ সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা, উন্নয়ন কর্মী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ইউপি সদস্য, সাংবাদিকসহ, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। খানাজরিপের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন গণসাক্ষরতা অভিযান-এর উপপরিচালক কে. এম. এনামুল হক। খানাজরিপে প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করেন গণসাক্ষরতা অভিযান-এর এসডিপিএম গিয়াসউদ্দিন আহমেদ। সভায় জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ইউনিয়নের আর্থ-সামাজিক অবস্থাসহ প্রাথমিক শিক্ষার বিরাজমান অবস্থা তুলে ধরা হয়। অংশগ্রহণকারীগণ প্রাথমিক শিক্ষায় শতভাগ ভর্তি, শিক্ষার্থী ঝরেপড়ার হার হ্রাস ও শিক্ষাচক্র সমাপ্তকরণে এই জরিপের ফলাফল সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

'আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন' বিষয়ক ওরিয়েন্টেশনের কর্ম অধিবেশন

শরাফপুর ও সাহস ইউনিয়নে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশন-এর যৌথ উদ্যোগে ১৬-১৭ জুন ২০১৪ তারিখে ডুমুরিয়া উপজেলার শরাফপুর এবং ১৮-১৯ জুন ২০১৪ তারিখে সাহস ইউনিয়নে 'আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন' বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ দুটি ওরিয়েন্টেশনে রিসোর্স পারসন হিসেবে বিভিন্ন সেশন পরিচালনা করেন ভারপ্রাপ্ত উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা রেক্সোনা আক্তার, সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকতা বিকাশ চন্দ্র দাশ প্রমুখ। উদ্বোধনী পর্বে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে শরাফপুর ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কমিটির সভাপতি মোজাফফর হোসেন শেখ, সাহস ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কমিটির সভাপতি সরদার মোজাফফর হোসেন। ওরিয়েন্টেশনে শিক্ষক, এসএমসি, পিটিএ, ইউপি সদস্য, এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যসহ শরাফপুর ইউনিয়নের ৩২ জন এবং সাহস ইউনিয়নের ৩৩ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ হরেন।

বনশ্রী ভাভারী

হবিগঞ্জে 'শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জসমূহ : আমাদের করণীয়' শীর্ষক কর্মশালা

গণসাক্ষরতা অভিযান ও এসেড-এর উদ্যোগে ২৬-২৭ মে, ২৮-২৯ মে ও ৪-৫ জুন ২০১৪ তারিখে হবিগঞ্জ সদর উপজেলার গোপায়া, নিজামপুর ও লস্করপুর ইউনিয়নে 'শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জসমূহ : আমাদের করণীয়' বিষয়ে ৩টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি কর্মশালার উদ্বোধনী পর্বে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ আব্দুর রউফ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। রিসোর্স পার্সন হিসেবে সহায়তা করেন পিটিআই-এর সুপারিনটেনডেন্ট মোঃ নজরুল ইসলাম, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ মাসুদ ভূইয়া, পিটিআই-এর ইন্সট্রাক্টর আবু জাফর মোঃ ছালেহ, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল আউয়াল, রওশন আরা খাতুন ও হাফিজুর রহমান মিয়া, সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মাহমুদুল হক ও মোঃ আনিসুজ্জামান। তিনটি কর্মশালায় মোট ৩৩ জন প্রধান শিক্ষক, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের ১৯ জন সদস্য, ২৯ জন এসএমসি সদস্য, ৮ জন পিটিএ সদস্য, ৮ জন জনপ্রতিনিধি এবং ২১ জন শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করে।

শিক্ষার মানোন্নয়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভার আলোচক ও অতিথিবৃন্দ

ব্যবস্থাপনা কমিটি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান

২ জুন ২০১৪ তারিখে হবিগঞ্জ সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উপজেলা চেয়ারম্যান সৈয়দ আহমদুল হকের সভাপতিত্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রধানদের সঙ্গে শিক্ষার মানোন্নয়ন বিষয়ক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার সাজ্জাদুল হাসান, বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোঃ জয়নাল আবেদীন, সরকারি বৃন্দাবন কলেজের অধ্যক্ষ বিজিত কুমার ভট্টাচার্য্য, সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ জাহান আরা বেগম, সদর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান আউয়াল, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাজ্জাদ হোসেন ও পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান শহীদ উদ্দিন চৌধুরী। এই মতবিনিময় সভায় মূল আলোচনাপত্র উপস্থাপন করেন এসেড-এর প্রধান নির্বাহী জাফর ইকবাল চৌধুরী। এ উপস্থাপনার পর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও এসএমসি সভাপতি, মাদ্রাসার অধ্যক্ষ, সরকারি বৃন্দাবন কলেজের বর্তমান ও প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বিশেষ অতিথিবৃন্দ এবং সবশেষে প্রধান অতিথি বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথি শিক্ষার মান উন্নয়নে করণীয় বিষয়ে কিছু সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করেন এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ে তা বাস্তবায়নের অনুরোধ করেন।

জাফর ইকবাল চৌধুরী

ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ

ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নে অবস্থিত ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয়টি ২০১৩ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক খুলনা বিভাগের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ ছাড়াও বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ঠ ম্যানেজিং কমিটি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

১৮৮০ সালে স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। ১৯৭৩ সালে বিদ্যালয়টি সরকারিকরণ করা হয়। বিদ্যালয়টি শত বছরের পুরানো হলেও লেখাপড়ার মান সন্তোষজনক ছিল না। ২০০৮ সালে এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন মোঃ আমিনুর রহমান। সে সময় এ বিদ্যালয়ের পরিবেশ ছিল জরাজীর্ণ। সব মিলিয়ে বিদ্যালয়ে মাত্র ৪টি কক্ষ ছিল। বিদ্যালয়ের বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিলও পর্যাপ্ত ছিল না। ২০০৮ সালে ৪ জন শিক্ষকসহ ৩৫৬ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে নতুন করে যাত্রা শুরু করেছিলেন প্রধান শিক্ষক মোঃ আমিনুর রহমান। তিনি প্রথমে স্থানীয় জনসাধারণ ও এসএমসি'র যৌথসভার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। লেখাপড়ার পাশাপাশি দৈনিক সমাবেশ ও কুচকাওয়াজ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম গ্রহণ, বাগান তৈরির উদ্যোগ নেন। এতে গতি ফিরে পায় বিদ্যালয়টি। সে বছরই এ বিদ্যালয় থেকে আমিনুর রহমান ইউনিয়ন পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হন। শিশুদের হাতের লেখা প্রতিযোগিতাসহ উপজেলা পর্যায়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পরপর পাঁচ বার চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব লাভ করে এ বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বাউলসংগীতে জেলা পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে।

বর্তমানে এ বিদ্যালয়ে সরকার অনুমোদিত ৯ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। কমিউনিটি কর্তৃক ২ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৪৩৪ জন। এর মধ্যে বালক ২৩৯ জন এবং বালিকা ১৯৫ জন। বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি রকিবুল ইসলাম জানান, ২০১৩ সালে মোনাখালীতে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠনের পর থেকে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন ওরিয়েন্টেশন, অভিভাবক সমাবেশ, এসএমসি'র সাথে পৃথক সভার মাধ্যমে বিদ্যালয় পরিচালনা আরো এগিয়ে গেছে। কমিউনিটির সচেতনতার ফলে পড়ালেখার মান উন্নয়নে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ মাইলফলক হিসেবে কাজ করছে। তিনি বিদ্যালয়ের এ সফলতার জন্য শিক্ষকমণ্ডলী, শিক্ষা প্রশাসন, এসএমসি, স্থানীয় সরকার ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

মেহেরপুর জেলার ১৮টি ইউনিয়নের মধ্যে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ আমদহ ইউনিয়নে

বাংলাদেশে জাতীয় বাজেট ঘোষণার আগে বা পরে বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রতি বছর সম্ভাব্য বাজেট ঘোষণা করা হয়। এ বছরও বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট ঘোষণা করেছে। এ ক্ষেত্রে মেহেরপুর জেলার ১৮টি ইউনিয়নের মধ্যে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ দেয় আমদহ ইউনিয়ন। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের ফলে শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের এই চিত্র রচিত হয়।

২০১৩ সালে গণসাক্ষরতা অভিযানের সহায়তায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র কর্তৃক বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সমন্বয়ে আমদহ ইউনিয়নে গঠিত হয়েছে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ আনারুল ইসলাম-এর কাছে এলাকার প্রাথমিক শিক্ষার নানা ধরনের সমস্যার সমাধান ও মান উন্নয়নে ইউনিয়নের ভূমিকা ও গুরুত্বের কথা তুলে ধরা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদের আগামী ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বাজেটে শিক্ষাখাতে বেশি অর্থ বরাদ্দের অনুরোধ জানানো হয়। কারণ, বিগত বছরগুলোতে ইউনিয়নের বাজেটে শিক্ষাখাতে মাত্র ১৪/১৫ হাজার টাকার মতো অর্থ বরাদ্দ রাখা হতো।

আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে অনুষ্ঠিত ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের উন্মুক্ত বাজেট সভা

বিগত ২৬ মে ২০১৪ তারিখে আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের উন্মুক্ত বাজেট সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় ইউপি চেয়ারম্যান-এর পক্ষে বাজেট ঘোষণা করেন ইউপি সচিব মোঃ সাহাদৎ হোসেন। মোট বাজেটের পরিমাণ ৭৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এর মধ্যে অত্র ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সর্বমোট বাজেট ধরা হয় ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা, যা মেহেরপুর জেলার ১৮টি ইউনিয়নের মধ্যে শিক্ষাখাতে ঘোষিত বাজেটের সর্বোচ্চ বরাদ্দ। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের অব্যাহত দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আমদহ ইউনিয়নের বাজেটে এই প্রথম শিক্ষাখাতে সাড়ে চার লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। উল্লেখ্য, আমদহ ইউনিয়নের বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দের এ দাবি প্রথম তুলে ধরে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ।

সাদ আহম্মদ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগ

ধলীগৌরনগর এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের অনুরোধে স্কুল সময়ে চা দোকানে টিভি প্রদর্শন বন্ধের নির্দেশনা

১৯ মার্চ ২০১৪ তারিখে ধলীগৌরনগর ইউনিয়ন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কর্তৃক খানা জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অবহিতকরণ সেমিনার আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন লালমোহন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ গিয়াসউদ্দিন, বিশেষ অতিথি ছিলেন ধলীগৌরনগর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হেদায়েতুল ইসলাম মিন্টু মিয়া। এ অনুষ্ঠানে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের পক্ষ থেকে উপজেলা চেয়ারম্যানের কাছে এ ইউনিয়নের অন্তর্গত বাজারসহ সকল চায়ের দোকানে স্কুল চলাকালে টিভি চালানো বন্ধ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়। উল্লেখ্য, ধলীগৌরনগর ইউনিয়নের অন্তর্গত বাজারসহ সকল চায়ের দোকানে স্কুল সময়ে টিভি চালানো হয় বলে স্কুলে শিক্ষার্থী উপস্থিতির হার হ্রাস পেয়েছে এবং শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার এটাও একটি অন্যতম কারণ।

স্কুল চলাকালে বাজার ও চায়ের দোকানে টিভি চালানো বন্ধের নির্দেশনা দিচ্ছেন লালমোহন উপজেলার চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ গিয়াসউদ্দিন

এ অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে লালমোহন উপজেলা চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ গিয়াসউদ্দিন তাৎক্ষণিকভাবে ধলীগৌরনগর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মিন্টু মিয়াকে বাজারসহ সকল চা দোকানে স্কুল সময়ে টিভি চালানো বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেন। তিনি বলেন, স্কুল চলাকালে সকাল ৯:০০-৪:০০টা পর্যন্ত এ ইউনিয়নের বাজার ও সকল চায়ের দোকানে টিভি ও সিডি চালানো বন্ধ রাখতে হবে। প্রথমে ইউনিয়নব্যাপী স্কুল চলাকালে টিভি ও সিডি বন্ধ রাখার জন্য মাইকিং করা হবে। এরপর বন্ধ না হলে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে প্রত্যেক চায়ের দোকানে নোটিশ পাঠানো হবে। এরপরও টিভি ও সিডি চালানো বন্ধ না হলে যে চায়ের দোকানের সামনে স্কুল পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের দেখা যাবে সেই দোকানিকে পাঁচশ' টাকা জরিমানা করা হবে। এ ব্যাপারে উপজেলা পরিষদ থেকে সকল প্রকার সহযোগিতা করা হবে। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এই ইউনিয়ন ও উপজেলাকে মডেল করা হবে বলে ঘোষণা দেন।

হারুন উর রশীদ

আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক ১৫টি বিদ্যালয়ে অনুদান হিসাবে ফ্যান প্রদান

মেহেরপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তবর্তী ইউনিয়ন আমদহ। এই ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সহায়তায় স্থানীয় মানবাধিকার সংস্থা মানব উন্নয়ন কেন্দ্র এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সমন্বয়ে গঠন করে আমদহ কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর মধ্যে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য প্রচারাভিযান, এসএমসি ও পিটিএ সদস্যদের সাথে সভা, মা সমাবেশ ও নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ওয়াচ গ্রুপের সদস্যগণ বিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় লক্ষ্য করেন তীব্র গরমে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস করা কষ্টকর। উপরন্তু, অভিভাবক এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শ্রেণিকক্ষে ফ্যান প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ওয়াচ গ্রুপকে উদ্যোগ নেওয়ার অনুরোধ জানান।

চকশ্যামনগর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মোছাঃ হালিমা খাতুনের হাতে ফ্যান তুলে দিচ্ছেন আমদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ আনারুল ইসলাম

এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আমদহ ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কর্তৃক ১৫ মে ২০১৪ তারিখে আয়োজিত সভায় আমদহ ইউপি চেয়ারম্যান বরাবরে বিদ্যালয়ে ফ্যান প্রদানের দাবি জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ওয়াচ সদস্যদের মধ্য থেকে মোঃ ইছারদ্দিন, মোঃ মাসুদুর রহমান, মোঃ আজিমদ্দিন, মোঃ ইউনুস আলী, পারুল খাতুন, মোঃ সিরাজুল ইসলাম, মোঃ মোখলেছুর রহমান, মোঃ রফিকুল ইসলাম প্রমুখ ৩ জুন ২০১৪ তারিখে ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ আনারুল ইসলাম-এর কাছে বিদ্যালয়ে ফ্যান প্রদানের অনুরোধ জানান। ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ আনারুল ইসলাম বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে এলাকার ১২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে ২টি করে সর্বমোট ৩০টি ফ্যান প্রদান করেন। এ জন্য আমদহ কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সকল সদস্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

লাবনী খাতুন

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ নিউজলেটার 'প্রয়াস' নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকাটির মান উন্নয়নে মতামত প্রদানের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে যে কোনো ধরনের মতামত গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

ডিএফআইডি-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৮১১৫৭৬৯, ৯১৩০৪২৭, ৮১৫৫০৩১-২, ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org